ধর্ম্মধ্বজ জাতক

[ভগবান গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনী
অবলম্বনে রচিত]

কবিরাজ ৺পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা

প্রণীত

সম্পাদনায় ঃ

পণ্ডিত শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ

শ্রীমৎ শান্তজ্যোতিঃ স্থবির

রাজস্থলী বৌদ্ধ বিহার

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

সন ১৩৯০ বাংলা।

সূচীপত্র ঃ

বন্দনা

নমো তস্‌স ভগবাতো অরহ তো আর,
সম্মা সম্বুদ্ধস্‌সবলিনমি তিন বার।
পঞ্চাঙ্গ লুটায়ে আমি বন্দি শ্রী চরণে,
নিব্বাণ কামনা করি শ্রদ্ধা ভক্তি মনে।
পঞ্চ তপে পঞ্চশীলে পঞ্চ নমস্কার,
পঞ্চ প্রাণ ঘটে ঘটে আছে সবাকার।
চৌরাশী সহস্র স্কন্ধে রহিয়াছে প্রাণ,
নমি প্রভূ তথাগত বূদ্ধ ভগবান।
পঞ্চশীল ধর্ম্ম যদি না করি আচার,
কিরূপে হইব এই ভব সিন্ধু পার।
বূদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ আমি লইয়া শরণ,
মাতা পিতা গুরু বন্দি শ্রী পমলা ধন।
শ্রী কাত্তিক চন্দ্র লিখে করি সংশোধন,
সর্ব্বদান হ'তে শ্রেষ্ট ধর্ম্ম দান, শূন সাধুগণ।

সূচনা

আদি সৃষ্টি পৃথিবীতে হইল সৃজন,
সপ্ত দ্বীপ বলি কয়ে যত জ্ঞানীগণ।
চারি দ্বীপ কথা আমি করিব বর্ণনা,
ভক্তি মনে সাধুগণ করহ শ্রবণ।
পূর্ব্ব বিদেহ, অপর গোয়ান, এই দুই দ্বীপ,
উত্তর কুরু সহজান আর জম্বুদ্বীপ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ ভূবন ভিতর,
জম্বুদ্বীপে বুদ্ধগণ জন্মে নিরন্তর।
অন্য তিন দ্বীপে বুদ্ধ জন্ম নাহি হয়,
যে কারণে জম্বুদ্বীপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
এই তিন দ্বীপে লোক নির্ব্বানে না যায়,
আয়ু শেষ হলে সবে স্বর্গে চলে যায়।
পাপী হীন বলি তারা নরকে না যায়,
নির্ব্বান যাইতে জ্ঞান সেই দ্বীপে নাই।
যে কারণে তিন দ্বীপ হইল অধম,
বুদ্ধ জন্মে জম্বুদ্বীপ হইল উত্তম।
বুদ্ধ বাণী জম্বুদ্বীপে করেন প্রচার,
নির্ব্বান লভিতে পারে জ্ঞান থাকে যার।
শাক্য সিংহ বুদ্ধদেব দেশিল ধরম,
শুদ্ধোধন রাজা গৃহে লইয়া জনম।
বোধি তলে ধ্যান করি বুদ্ধ অবতার,
জম্বুদ্বীপ মধ্যে ধর্ম্ম করিল প্রচার।
একদিন ভগবান শিষ্যগণ সনে,
বেনু বনে বসিয়াছে হরষিত মনে।
চর্তুপার্শ্বে শিষ্যগণ মধ্যে ভগবান,
তারাগণ মধ্যে যেন শশি অবস্থান।

শরীরের জ্যোতিঃ যেন নবীন তপন,
চারিদিকে স্তাত নতি করে শিষ্যগণ।
ভগবানে প্রণমিয়া কহে শিষ্যগণ,
অসম্ভব কথা প্রভু করেছি শ্রবণ।
সুপ্রবাসা রাজা পুত্র দুষ্ট দেব দত্ত,
অন্তরে নাহি তার ধর্ম্ম জ্ঞান তত্ত্ব।
আপনারে পরাণে সে মারিবারে চাই,
তারসম মহাপাপী পৃথিবীতে নাই।
বুদ্ধ গুণ নাহি জানে—ধর্ম্ম গুণ তত্ত্ব,
পশুর সদৃশ জ্ঞান হয়ে দেবদত্ত।
শিষ্যের নিকটে ইহা শুনি ভগবান,
চন্দ্র মুখে হাসি হাসি কহে শিষ্য স্থান।
মনুষ্য দেবতা পূজা আমি মারজিত,
দেব দণ্ডে আমি কিছু নাহি করি ভীত।
কেবল এ জন্মে নহে সেই দুরাচার,
পূর্ব্ব জন্মে আমাকে চাহে মারিবার।
দেবদত্তে ভয় আমি করিনা কখন,
আমাকে মারিতে চাহি মরিল আপন।
ভগবান কথা শুনি যত শিষ্যগণ,
নমি জিজ্ঞাসিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
কহ প্রভু ভগবান পুরান কথন,
শুনিতে বাসনা প্রভু সবাকার মন।
প্রভুর শ্রীমুখে যদি কিছু নাহি শুনি,
কে বা বলিবেকনাথ সারতত্ত্ব বাণী।
গুপ্তকথা ব্যক্ত যদি না কর আপনে,
কি প্রকারে জানিবেক তব শিষ্যগণে।
শিষ্যের বিনয় বাক্য শুনি ভগবান,
পূর্ব্ব জন্ম কথা কহে শিষ্য সন্নিধান।
বুদ্ধ বলে শিষ্যগণ শুনহ এখন,
ধর্ম্মধ্বজ জন্মকথা পূর্ব্ব বিবরণ।

বারানসীর রাজপুরীর বর্ণনা

শুন শুন শিষ্যগণ পূর্ব্ব বিবরণ,
ধর্ম্মধ্বজ জন্মকথা মধুর বচন।
অতি পূর্ব্বকালে এক বারানসী ধামে,
রাজ্য করে যবে রাজা যশঃপানি নামে।
অতুল ঐশর্য্য পতি ধরণী ঈশ্বর,
শান্ত অচঞ্চল ধীর পণ্ডিত প্রবর।
ন্যায় ধর্ম্মে রাজ্য শাসে প্রজা নির্ব্বিশেষে,
নিরাময়ে কাটে কাল নৃপতি হরিষে।
দেবতা বিমান সম রাজার মন্দির,
সৈন্য সেনা যত আসে মহা মহাবীর।
অশ্ব—গজ রথরথী নাই লিখা জুকা,
ইন্দ্রের অমরাসম জিনি স্বর্ণ লঙ্কা।
চারিদিকে মনোরম ফুলের বাগান,
নানা জাতি বৃক্ষ তথা রোপি স্থানে স্থান।
সে উদ্যানে মহারাজ রাণী সহকারে,
কৌতুক উৎসবে সদা দিবস বিহারে।
স্বর্ণ সিংহাসনে রাজা বসিয়া তখন,
সুবিচার করে তথা লয়ে মন্ত্রীগণ।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ রাজার ভাণ্ডার,
রাজলক্ষ্মী চিরদিন করে হে বিহার।
স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তা কি দিব উপমা,
বস্ত্র আদি আভরণ তার নাই সীমা।
পণ্ডিত সকলে করে শাস্ত্র আলাপন,
নর্ত্তকীরা গান করে সদা রঙ্গ মন।
রাজায় পালনে প্রজা দুঃখ নাহি পায়,
রোগ শোক অন্ন দুঃখ কোন দিন নাই।
দশরথ পুত্র যেন রাম রঘুমণি,
পুত্র তুল্য প্রজা পালে রাজা যশঃপানি।

কালক নামেতে ছিল এক সেনাপতি,
বাহু বলে জয় করে সসাগরা ক্ষিতি।
ধর্ম্মধ্বজ নামে আছে রাজা পুরোহিত,
রাজনীতি ধর্ম্মনীতি বড়ই পণ্ডিত।
বুদ্ধাঙ্কুর জন্ম সেই পুরোহিত হয়,
পুরোহিত রাজকার্য্য করে সে সময়।
ছত্র পানি নামে আছে সাধু একজন,
রাজার মুকুট তৈরী করে অনুক্ষণ।
পঞ্চশীল সর্ব্বদায়ে করয়ে পালন,
ভগবান উপাসনা করে সর্ব্বক্ষণ।
পাত্রমিত্র বন্ধুসহ রাজা যশঃ পানি,
সুখেতে বিহরে রাজা দিবস যামিনী।
বুদ্ধে স্মরে ধর্মে মতি রাখি অনুক্ষণ,
ধর্ম্মধ্বজ জাতক রচে শ্রীপমলা ধন।
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র লিখে করি সংশোধন,
শ্রবনে অমৃত গাথা বুদ্ধ বচন।

বিনিশ্চয়ে বিচার

ভগবান বলে শুন যত শিষ্যগণ,
অতঃপর কি হইল সব বিবরণ।
ভাল মন্দ চিরদিন না থাকে সমান,
কিঞ্চিৎ কহিব আমি ইহার প্রমাণ।
রাজ সেনাপতি জান কালক যে ছিল,
বিচারের ভার রাজা তারে প্রদানিল।
উৎকোচ লোভি ছিল মনে কালক সেনাপতি,
সেকারণে তার বিচার নহে ভাল নীতি।
পক্ষ বিপক্ষ হ'তে উৎকোচ কারণ,
উপযুক্ত সুবিচার করে না কখন।

একদিন দুইজন সম্পত্তি কারণ,
অংশ হেতু বিবাদ হইল দুইজন।
বিবাদ মীমাংসা লাগি বিনিশ্চয়ে গেল,
কালক নিকটে গিয়া নিবেদন কৈল।
অর্থলোভি কালক যে সদায়ে দুষমন,
বিবাদী হইতে উৎকোচ করিয়া গ্রহণ।
সত্য মিথ্যা ভালরূপে না করি প্রমাণ,
রামের সম্পত্তি শ্যামে করিল প্রদান।
বিনিশ্চয়ে পরাজিত হয়ে সেই জন,
কান্দি কান্দি নিজালয়ে করয়ে গমন।
হেন কালে ধর্ম্মধ্বজ সহ দরশন,
তাহার ক্রন্দন দেখি জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণ।
কি দুঃখে রাম তোমার মলিন বদন,
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি করহে ক্রন্দন।
ধর্ম্মধ্বজ চরণে রাম প্রণাম করিয়া,
আপনার দুঃখ কহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
অদ্য মোরা বিনিশ্চয়ে বিচার কারণ,
সুবিচার হেতু গেলাম কালক সদন।
শ্যাম হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া,
অবিচার কৈল মোরে ধর্ম্ম না ভাবিয়া।
মোর ধন যত কিছু শ্যামে প্রদানিল,
তে কারণে গুরু মোর দুঃখ যে ঘটিল।
সেই কথা শুনি গুরু দয়া উপজিল,
পর দুঃখে দুঃখী সাধু অন্তরে দহিল।
পুরোহিত বলে রাম ঠিক কর মন,
বিনিশ্চরে পুনঃ বিচার করিব এখন।
রামকে সঙ্গে লইয়া বিনিশ্চয়ে গেল,
সভা মধ্যে বহুলোক সমাগত হইল।
ভালমতে উভয়ের প্রমাণ করিয়া,
যার যেই সম্পতি গুরু দিল প্রদানিয়া।

সুবিচার করিল গুরু দেখি সর্ব্বলোকে,
সভাগণ যত লোক সাধু সাধু মুখে।
সাধুবাদ জয়ধ্বনি করে লোক জন,
অন্তঃপুরে থাকি রাজা করিল শ্রবণ।
দূতে ডাকি যশঃপানি জিজ্ঞাসা করিল,
কি হেতু জয়ধ্বনি কোলাহল হৈল।
দূতে বলে ধর্ম্মধ্বজ বসিয়া সভাতে,
দুর্বিচার হেতু জান সুবিচার করিতে।
সুবিচার দেখি লোকে করে জয় জয়,
ধর্ম্মধ্বজ গুণগান সর্ব্বলোকে কয়।
শুভবাক্য শুনি রাজা হ'ল আনন্দিত,
ধর্ম্মধ্বজ ডাকি রাজা আনিল ত্বরিত।
যশঃপানি কাছে গুরু আসিল তখন,
বহু প্রশংসিয়া রাজা দিলেক আসন।
রাজা বলে সুবিচার শুনি আপনার,
আনন্দ হইল আজি অন্তরে আমার।
সুবিচার হেতু মোর প্রজা হবে সুখী,
কোন দিন প্রজা বর্গ নাহি হবে দুঃখী।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুবিচার তুমি বড় জ্ঞান,
বিচারের পদ তোমায় করিব প্রদান।
চির সুখী থাকে যেন মোর প্রজাগণ,
বিচারের ভার গুরু করুন গ্রহণ।
ধর্ম্মধ্বজ বলে রাজা কর অবধান,
বিচারের ভার মোরে না কর প্রদান।
ব্রাহ্মণের যদি আমি রাজা পুরোহিত,
বিচারের পদ মোর না হয় উচিৎ।
ক্ষমা কর রাজা মোরে ইহার লাগিয়া,
বিচারের পদ দাও মন্ত্রীকে ডাকিয়া।
রাজা বলে গুরুদেব করি নিবেদন,
মম বাক্য অবহেলা না কর কখন।

ধর্ম্মশীল জ্ঞানবান বড়ই পণ্ডিত,
বিচারের ভার তুমি লইতে উচিত।
নিশ্চয় লইতে হবে বিচারের ভার,
আমার মিনতি গুরু রাখ একবার।
রাজার বিনয় শুনি পুরোহিত সুজন,
বিচারের পদ গুরু করিল গ্রহণ।
সেদিন হইতে গুরু করে সুবিচার,
রাজ্যে মধ্যে প্রজাগণ আনন্দ অপার।
সুবিচার ধর্ম্মশীল যেই রাজ্যে থাকে,
কোন দিন দুঃখ নহে রাজ্যে প্রজালোকে।
এই মতে রাজ্য মধ্যে দুঃখ নাহি কার,
যশঃপানি মহারাজা আনন্দ অপার।
এই মনে আনন্দেতে কত দিন যায়,
ধর্ম্মধ্বজ সুবিচারে আনন্দ সভায়।
বুদ্ধাঙ্কুর জন্ম কথা মধুর বচন,
ধর্ম্ম স্মরি বিচরিল শ্রীপমলা ধন।
সংশোধন করি লিখে পুনঃ ছাপিবার,
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা আবার।

ধর্ম্মধ্বজকে পঞ্চ কর্ম্ম আদেশ

মধুস্বরে ভগবান কহে শিষ্যগণে,
কহিব পুরাণ কথা শুন এক মনে।
চির সুখ এ সংসারে কোন লোক নাই,
সুখ-দুঃখ নর লোকে ভুলিবারে পাই।
ভালমন্দ গতে যত কর্ম্মের লিখন,
সুখের পরম শত্রু দুঃখ আগমন।
উৎকোচ হইল বন্ধ কালক সেনাপতি,
অন্তরে হইল ক্রোধ ধর্ম্মধ্বজ প্রতি।

কোনমতে ধর্ম্মধ্বজে করিবে নিধন,
সে উপায় সেনাপতি চিন্তিলেক মন।
অন্তরেতে ঘৃণা তার বাড়িয়া উঠিল,
ঘন ঘন শ্বাস বায়ু বহিতে লাগিল।
একদিন সেনাপতি ভাবিতে ভাবিতে,
উপনীত হইলেক রাজার নিকটে।
রাজাকে প্রণাম করি কহে সেনাপতি,
আমার বচন কিছু শুন নরপতি।
ধর্ম্মধ্বজ আপনার পণ্ডিত এখন,
তার কর্ম্ম দেখি ভয় লাগে মোর মন।
প্রজাগণ যত দেখি তার অনুগত,
ভবিষ্যতে আপনার নিবে রাজ্য পদ।
সেনাপতি বাক্য শুনি কহে মহারাজ,
ধর্ম্মধ্বজ রাজ্য নিবে না করি বিশ্বাস।
হিংসা নিন্দা যশাঃ যশ তার প্রতি নাই,
লাভ অলাভ মনে কোন দেখিতে না পাই।
হেন কথা কেন কহ ধর্ম্মধ্বজ প্রতি,
মম মনে নাহি লয়ে ওহে সেনাপতি।
সুবিচার বিনে তার কুবিচার নাই,
ধর্ম্ম বিনে পাপ দিকে মন কভু নাই।
এমন সাধুর হিংসা না কর কখন,
হিংসায়ে নরলোকে নিরয়ে গমন।
পুনঃবার করজোড়ে কহে সেনাপতি.
ধর্ম্মধ্বজ সাধু বলি না ভাব নৃপতি।
মন্ত্রীগণ সভাসহ রাজ্যবাসী যত,
ধর্ম্মধ্বজ কাছে সদা হয়ে অনুগত।
রাজ্যবাসী তার কাছে সদা আজ্ঞাকারী,
নিশ্চয়ে তোমারে বধি নিবে রাজ্য কারি।
আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়,
একদিন নিরক্ষিবে বিচার আলয়।

সত্য মিথ্যা মম বাক্য পরীক্ষা করিবে,
ধর্ম্মধ্বজ আগমনে দেখিতে পাইবে।
এইমতে সেনাপতি দিল কুমন্ত্রনা,
যশঃ পানি মনে মনে হইল ভাবনা।
একদিন যশঃ পানি ভাবিতে ভাবিতে,
গোপনে চাহিতে গেল বিচার গৃহেতে।
সে সময়ে ধর্ম্মধ্বজ লয়ে মন্ত্রীগণ,
সভাতে বসিয়া আছে হরষিত মন।
সভাসদ প্রজাগণ যতেক আসিল,
একে একে ধর্ম্মধ্বজে প্রণাম করিল।
মিত্র সম্বোধিয়া সাধু করে আশীর্ব্বাদ,
প্রজাগণে ধর্ম্মধ্বজে করে সাধুবাদ।
এইসব যশঃ পানি দেখিয়া নয়নে,
মহাভয় প্রবেশিল আপনার মনে।
প্রাণ রক্ষা-রাজ্য রক্ষা উপায় কারণ,
অন্তরে হইল চিন্তা দুঃখিত রাজন।
মলিন বদনে রাজা অন্তঃপুরে গেল,
সেনাপতি ডাকি রাজা জিজ্ঞাসা করিল।
কোন মতে রাজ্য রক্ষা হইবে আমার,
ইহার উপায় মোরে কহ একবার।
রাজার কাতর দেখি কালক উল্লাস,
হরিষ অন্তরে তবে করিল প্রকাশ।
রাজ্য রক্ষা থাকে যদি আপনার মন,
কোনরূপে ধর্ম্মধ্বজ করহ নিধন।
এই যুক্তি বিনে রাজা না দেখি উপায়,
ধর্ম্মধ্বজ না বধিলে রাজ্য রক্ষা নাই।
সেনাপতি বাক্য শুনি বলিল রাজন,
বিনা অপরাধে ধর্ম্মধ্বজে বধিব কেমন।
কালক বলিল রাজা বলি উপদেশ,
অসাধ্য সাধন কর্ম্ম করহ আদেশ।

সেই কর্ম্ম ধর্ম্মধ্বজ করিতে নারিবে,
দোষ ধরি অনায়াসে বধিতে পারিবে।
রাজা বলে কিবা কর্ম্ম অসাধ্য যে আছে,
অনুকম্পা হয়ে ত্বরা বল মম কাছে।
কালক বলিল রাজা না কর ভাবনা,
নিরস ভূমিতে বৃক্ষ কভূ যে বাচে না।
এমন ভূমিতে যদি বাগান যে করে,
দুই চারি দশ বৎসে ফল নাহি ধরে।
ধর্ম্মধ্বজ ডাকি রাজা করহ আদেশ,
কল্য দিনে কেলি হেতু বাগান বিশেষ।
এক রাত্রি মধ্যে বাগান করিতে নারিবে,
সেই ছলে ধর্ম্মধ্বজে পরাণ বধিবে।
সেনাপতি বাক্যে রাজা হরষিত মন,
বুদ্ধাঙ্কুরে ডাকি রাজা আনিল তখন।
বোধিসত্ত্ব বলে রাজা করি নিবেদন,
কি হেতু ডাকিলা মোরে কহত কারণ।
রাজা বলে ধর্ম্মধ্বজ শুন মনদিয়া,
এক কর্ম্ম আদেশিতে এনেছি ডাকিয়া।
বহুদিন কেলি করি পুরাণ বাগানে,
নূতন বাগান মোর আশা হইল মনে।
কল্য কেলি করিবারে আশা মোর মনে,
ফল পুষ্প ফুটে যেন নূতন উদ্যানে।
আমার আদেশ যদি না কর পালন,
নিশ্চয় হইবে গুরু তোমার মরণ।
জীবনের আশা যদি থাকে তব মনে,
অবহেলা না করিবে আদেশ পালনে।
রাজার কথা শুনি সাধু পুরোহিত,
অসাধ্য সাধন কর্ম্ম মনে হইল ভীত।
এই অদ্ভুত আজ্ঞা শুনি সাধু ধর্ম্মধ্বজ,
মনেতে জানিল ইহা কালকের কর্ম্ম।

উৎকোচ বন্ধ তার হইল এখন,
তেকারণে মোর প্রতি ক্রোধ তার মন।
মৌন হয়ে রহিলেক যোড় হাত হইয়া,
রাজার নিকটে কহে কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া।
আমার মিনতি কিছু শুনহে রাজন,
পারি কিনা কর্ম্ম আমি করিতে সাধন।
আপনার আদেশ কর্ম্ম করিতে পালন,
পারি কিনা মনে মোর সন্দেহ এখন।
এ বলিয়া ধর্ম্মধ্বজ বিদায় লইয়া,
গৃহেতে চলিয়া গেল ভাবিয়া চিন্তিয়া।
পাকশালে গিয়া সাধু ভোজন করিল,
মন দুঃখে পালঙ্কেতে শুইয়া রহিল।
রাজার আদেশ আমি কেমনে পালিব,
এ বিপদ কালে মোরে কে রক্ষা করিব।
নিদ্রা নাই বুদ্ধাঙ্কুর ভাবিতে লাগিল,
যেইক্ষণে শক্র তখন উত্তপ্ত হইল।
দেবপুরে থাকি ইন্দ্র ভাবিয়া চাহিল,
বোধিসত্ত্ব মন দুঃখ দেখিতে পাইল।
অতি শীঘ্র মর্ত্ত্য পুরে করিল গমন,
ধর্ম্মধ্বজ নিকটে আসি দিল দরশন।
বুদ্ধাঙ্কুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া,
কর জোড়ে জিজ্ঞাসিল আকাশে থাকিয়া।
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি পুরোহিত ব্রাহ্মণ,
মৌন ভাবে চিন্তা তব কিসের কারণ।
ধর্ম্মধ্বজ বলে তুমি কেবা মহাশয়,
অনুগ্রহ করি মোরে দেয় পরিচয়।
শক্র বলে আমি ইন্দ্র শুনহে ব্রাহ্মণ,
তব বিপদের হেতু মম আগমন।
পর কার্য্য সাধিবারে গমন আমার,
কি কর্ম্ম করিব বল এখন তোমার।

সবিনয়ে ধৰ্ম্মধ্বজ কহিল তখন,
আমার বিপদ কথা শুনহে রাজন।
যশঃপানি রাজা জান বারানসী পতি,
উদ্যান নির্ম্মান হেতু দিল অনুমতি।
ফল পুষ্প প্রস্ফুটিত বিচিত্র বাগান,
কল্য কেলি করিতে রাজা নূতন উদ্যান।
অসাধ্য সাধন কর্ম্ম আদেশ করিল,
তেকারণে দুঃখ মোর অন্তরে হইল।
ইন্দ্র বলে ধৰ্ম্মধ্বজ দুঃখ কর দূর,
এখন করিব আমি বাগান প্রস্তুত।
কোন স্থানে উদ্যান যে তৈয়ার করিবে,
সেই স্থান মোরে আসি দেখাইয়া দিবে।
ইন্দ্রের বচন শুনি হরষিত মন,
প্রাণ রক্ষা হইল মোর ইন্দ্রের কারণ।
দেখাইয়া দিল গিয়া বাগানের স্থান,
বিশ্বকৰ্ম্মা আনি ইন্দ্র করিল নির্ম্মান।
নানাবৃক্ষ পুষ্পসহ করিল রোপন,
নাগেশ্বর পারিজাত, সুগন্ধ চন্দন।
গোলাপ তগর চাপা-রক্ত জবাফুল,
মধুলোভে অলিগণ সদায় আকুল।
নিমিষে উদ্যান এক করিল নির্ম্মান,
বিশ্বকৰ্ম্মা ইন্দ্র সহ করিল প্রস্থান।
কাকে করে কলরব, কোকিলা করে ধ্বনি,
পোহাইল সুখ নিশি হাসে দিনমণি।
প্রভাত হইল সাধু দেখিল যখন,
রাজার নিকটে গিয়া দিল দরশন।
ধৰ্ম্মধ্বজ বলে রাজা শুন মনদিয়া,
ফুলের বাগান আমি দিয়াছি নির্ম্মিয়া।
মনোমত হইল কিনা বাগান তোমার,
মম সঙ্গে আসি রাজা চাও একবার।

কালকে সঙ্গে রাজা করিল গমন,
অপূর্ব্ব বাগান হেরি না ফিরে নয়ন।
নানা পুষ্প ফুটিয়াছে অতি মনোহর,
মধুলোভে ভ্রমিতেছি ভ্রমরী ভ্রমর।
কোকিলা কুহরে সদা বৃক্ষেতে বসিয়া,
ডালে ডালে পাতায় পুষ্পে রহিছে শোভিয়া।
নানাজাতি বৃক্ষতথা আছে সারি সারি,
শ্বেত, নীল, পীত বর্ণ পাতার বাহারী।
থাকে থাকে আছে আর রত্ন সিংহাসন,
রাজারাণী বসিবারে-বিচিত্র আসন।
অপূর্ব্ব উদ্যান দেখি বারানসী পতি,
স্বভয়ে জিজ্ঞাসিল কালকের প্রতি।
কি উপায় করিব আমি কালক এখন,
ধর্ম্মধ্বজ কর্ম্ম দেখি ভয় লাগে মন।
সেনাপতি কহিলেক মনেতে ভাবিয়া,
একরাত্রি মধ্যে বাগান দিল যে নির্ম্মিয়া।
ধর্ম্মধ্বজ-সামান্য নহে অসম্ভব কার্য্য,
ইচ্ছা হলে নিতে পারে আপনার রাজ্য।
রাজা বলে সেনাপতি কি করি এখন,
কোন মতে ধর্ম্মধ্বজে বধিব জীবন।
সেনাপতি বলে রাজা চিন্তা কেন মন,
আর এক কথা কহি শুনহে রাজন।
সপ্তরত্নে পুষ্করিণী তৈয়ার করিতে,
ধর্ম্মধ্বজে আজ্ঞাকর-সে কর্ম্ম সাধিতে।
পুষ্করিনী তৈয়ারিতে যদি না পারিবে,
সেইছলে ধর্ম্মধ্বজে পরাণে মারিবে।
কালকের বাক্য শুনি বারানসী পতি,
ধর্ম্মধ্বজে ডাকিরাজা আনে শীঘ্র গতি।
রাজা বলে ধর্ম্মধ্বজ তুমি সাধুজন,
বাগান দেখিয়া মোর আনন্দিত মন।

তোমাসম জ্ঞানবন্ত ত্রিভুবনে নাই,
আর এক কর্ম্ম আমি বলিবারে চাই।
সপ্তরত্নে পুষ্পরিনী তৈয়ার করিবে,
না পারিলে সেই কর্ম্ম পরানে মরিবে।
যে আদেশ ধর্ম্মধ্বজ যখনে শুনিল,
মলিন বদনে সাধু কহিতে লাগিল।
পারিলে করিব কর্ম্ম শুনহে রাজন,
পারিকিনা সেই কর্ম্ম জানিনা এখন।
মনদুঃখে বুদ্ধাঙ্কুর গৃহেতে আসিল,
তাবতিংসে থাকি ইন্দ্র সকল জানিল।
দেবলোক হ'তে ইন্দ্র আসিল তখন,
ধর্ম্মধ্বজ নিকটে আসি দিল দরশন।
শক্র বলে ধর্ম্মধ্বজ স্থির করমন,
পুষ্করিনী প্রস্তুত আমি করিব এখন।
এ বলিয়া দেবরাজা গমন করিল,
তত্রস্থানে পুষ্কারিনী প্রস্তুত করিল।
সর্ব্বকার্য্য শেষ করি দেব শচী পতি,
দেবলোকে চলি গেল অতি শীঘ্র গতি।
প্রভাতে ধর্ম্মধ্বজ গমন করিল,
রাজার নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল।
পুষ্করিনী প্রস্তুত রাজা হইল আপনার,
সুন্দর হইল কিনা দেখ একবার।
সেনাপতি সঙ্গে রাজা গমন করিল,
পুষ্কারিনী শোভা দেখি আশ্চর্য্য হইল।
পাষাণে নির্ম্মিত ঘাট রম্য সরোবর,
শ্বেত বর্ণ প্রস্তরেতে শোভে তদুপর।
লাল পদ্ম, শ্বেত পদ্ম দেখিতে সুন্দর,
পুষ্পে-পুষ্পে সর্ব্বদায়ে গুঞ্জরে ভ্রমর।
নানা জাতি মৎস্য তথা সুখেতে বিহার,
হংস হংসী কেলি করে সরোবর নীরে।

নন্দন কানন সম ফুলের বাগান,
সরোবর শোভা হেরি জুড়ায় পরান।
সভয়ে কহিল তবে বারানসী পতি,
কি উপায় করিব এবে বল সেনাপতি।
যশঃ পানি ভয় দেখি বলে সেনাপতি,
আর এক উপদেশ শুন নরপতি।
গজদন্ত ময় গৃহ করিতে নির্ম্মাণ,
ধর্ম্মধ্বজে আদেশিবে হয়ে বুদ্ধিমান।
এমন অসাধ্য কর্ম্ম করিতে নারিবে,
সেই ছলে ধর্ম্মধ্বজে জীবন বধিবে।
কালকের বাক্য শুনি রাজ্য হরষিত,
ধর্ম্মধ্বজে ডাকি তবে আনিল ত্বরিত।
শুন শুন ধর্ম্মধ্বজ কহি তব স্থান,
গজদন্তময় গৃহ করহ নির্ম্মাণ।
পুষ্করিনী সন্নিকটে গৃহ যে করিবে,
অসাধ্য হইলে জান জীবনে মরিবে।
এই বাক্য শুনি সাধু দুঃখীত হইল,
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু গৃহে চলি গেল।
গৃহে গিয়া ধর্ম্মধ্বজ চিন্তায় মগন,
হেনকালে ইন্দ্র রাজা দিল দরশন।
বোধিসত্ত্ব দুঃখ দেখি বলিল রাজন,
কি হেতু হইল তব চিন্তাযুক্ত মন।
বুদ্ধাঙ্কুর বলে রাজা কি কহিব আর,
দুঃখের উপরে দুঃখ হইল আমার।
যশঃ পানি রাজা মোরে করিল আদেশ,
গজদন্তময় গৃহ করিতে বিশেষ।
রাজার আদেশ যদি করিতে নারিব,
কল্য প্রাতে রাজা মোরে জীবন নাশিব।
বল মোরে সুরপতি কি করি এখন,
কোনমতে এ বিপদে হইব মোচন।

ইন্দ্র বলে দুঃখ কিছু না ভাব পণ্ডিত,
যথা শক্তি তোর কার্য্য করিব নিশ্চিত।
ধর্ম্মশীল জ্ঞানবান যে লোক থাকিব,
তাঁর উপকার আমি নিশ্চয় করিব।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি ইন্দ্র তখনে আনিল,
গৃহ নির্ম্মাণের লাগি আদেশ করিল।
বঙ্গভাষে পয়ার ছন্দে যত বিবরণ,
ধর্ম্মধ্বজ জাতক রচে শ্রীপমলাধন।

— o —

(বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক গজদন্ত ময় গৃহ নির্ম্মাণ)

ত্রিপদী

বিশ্বকর্ম্মা হর্ষ মনে, দিয়া নবরত্ন ধনে,
গজদন্তময় গৃহ গড়িল সুন্দর।
রজত গঠন ঢাল, স্ফটিকের স্তম্ভ ভাল,
কাঞ্চনের চুড়া মনোহর॥

দ্বার কাছে চন্দ্রকান্ত, আর দিল সূর্য্যকান্ত,
মণি জ্বলিতেছে থরে থর।
তিমির বিনষ্ট করি, দীপ্তি করিয়া শর্ব্বরী,
দীপ বিনা জ্বলে নিরন্তর॥

নীল রতনের বেড়া, চতুর্দ্দিকে দিল ঘেরা,
ফটিক লাগায় থিরক্ষি ধারে।
ভিতরে আভাষে যেন, নাহি যায় সমীরন,
মনি জ্বলিতেছে থরে থরে॥

পুষ্প ধাম সবিস্তার, গড়িলেন মনোহর,
কুসুম রোপিলা স্থানে স্থান।
ফুটিল কুসুম কলি, মধু লোভে মত্ত অলি,
ভ্রমিতেছে উড়িয়া গগন॥

নানা বিচিত্র করি, গৃহ যে নির্ম্মাণ করি,
মধ্যস্থানে রত্ন সিংহাসন।
বিশ্বকর্ম্মা সুরপতি, সরগে হইল গতি,
ধর্ম্মধ্বজে করি সম্ভাষণ॥
বুদ্ধঙ্কুর হর্ষ মনে, চলিল রাজার স্থানে,
কাছে গিয়া যোড় পানি হৈয়া।
শুন শুন মহারাজ, হইল গৃহের কাজ,
দেখ গিয়া আপনে আসিয়া॥
কালকে লইয়া সঙ্গে, গেল রাজা মন রঙ্গে,
গৃহ দেখি বিচলিত মন।
মনেতে পাইয়া ভয়, কালকের প্রতি কয়,
সেনাপতি কি করি এখন॥
আমার আদেশ যত, পালন করিল তত,
ধর্ম্মধ্বজে বধিব কেমনে।
পরিলুম বিষম দায়, আর মোর বুদ্ধি নাই,
পুরোহিত মারিতে পরাণে॥
পুনঃরায় এক কর্ম্ম, দেখাইয়ে দাও মর্ম্ম,
ধর্ম্মধ্বজে করিতে নিধন।
ধর্ম্মধ্বজ জাতক কথা, শ্রবণে অমৃত গাঁথা,
বিরচিল শ্রী পমলা ধন॥

ভগবান বলে শুন যত শিষ্যগণ,
অতঃপর কি হইল শুন বিবরণ।
পুনঃবার রাজারে কহে সেনাপতি,
আর এক উপদেশ শুন নরপতি।
মানিক দুর্ল্লভ জনে সংসার মাঝার,
সাত রাজার ধন হয় এক মানিক মূল্য তার।
গৃহ অনুরূপ এক মানিক্য যে চাই.
এই আদেশ কর রাজা ধর্ম্মধ্বজে তায়।

দুর্ল্লভ মানিক্য সেই আনিতে নারিবে,
সেই ছলে ধর্ম্মধ্বজে পরাণে মারিবে।
এই মতে কালক যে উপদেশ দিল,
ধর্ম্মধ্বজে ডাকি রাজা আদেশ করিল।
রাজা বলে পুরোহিত তুমি জ্ঞানবান,
মনি বিনে গৃহখানি শোভা নাহি জান।
তেকারণে মনি এক আনিতে হইবে,
অসাধ্য হইলে জান পরানে মরিবে।
রাজার আদেশ শুনি দুঃখীত হইয়া,
মলিন বদনে গেল গৃহেতে চলিয়া।
বোধিসত্ত্ব দুঃখ দেখি ইন্দ্র সুরপতি,
ধর্ম্মধ্বজ কাছে এল অতি শীঘ্র গতি।
বোধিসত্ত্বে সম্বোধিয়া কহে দেবরাজ,
পুনঃবার আপনার হইল কোন কাজ।
পুরোহিত বলে শুন সহস্র লোচন,
মানিক্য চাহিল রাজা হ'ল প্রয়োজন।
আদেশ করিল মোরে রাজা যশঃ পানি,
গৃহ অনুরূপ এক আনি দিতে মণি।
মনে নাহি দিলে মম নিশ্চয় মরণ,
বিপদ উদ্ধার কর সহস্র লোচন।
এত শুনি সুরপতি স্বর্গলোকে গিয়া,
অপূর্ব্ব মানিক্য এক দিলেক আনিয়া।
মণিপ্রদা নিয়া শক্র গেল দেবপুরে,
ধর্ম্মধ্বজ মণিলয়ে গেল রাজা ঘরে।
যশঃপানি মণি দেখি আশ্চর্য্য হইল,
দুঃখীত হইয়া রাজা ভাবিতে লাগিল।
আমার আদেশ কর্ম্ম করিল পালন,
কোন ছলে ধর্ম্মধ্বজে বধিব জীবন।
দুঃখীত হইয়া রাজা কালকে জিজ্ঞাসে,
বল মোরে সেনাপতি কিবা বুদ্ধি আছে।

ধীরে ধীরে কহিলেক কালক দুর্জ্জন,
ধর্ম্মধ্বজ করিয়াছে অসাধ্য সাধন।
এমন অসাধ্য কর্ম্ম না পারিবে নর,
ধর্ম্মধ্বজ করে কর্ম্ম দেখ মহিবর।
কর্ম্মের সাহার্য্য তার আছয়ে দেবতা,
দেব বিনে এই কর্ম্ম—না হবে অন্যথা।
চারি দিনে চারি কর্ম্ম করিল সাধন,
দেখিয়া আশ্চর্য্য মোর হইল রাজন।
দেবতা অসাধ্য কর্ম্ম আদেশ করিবে,
যেই কর্ম্ম ধর্ম্মধ্বজ করিতে নারিবে।
যশঃ পানি বলে কালক আশ্চর্য্য ব্যাপার,
কোন কর্ম্ম অসাধ্য যে আছে দেবতার।
উত্তরে করিল তবে কালক সেনাপতি,
দেবতা অসাধ্য কর্ম্ম শুন নরপতি।
চতুর্ব্বিধ গুণ যুক্ত নর একজন,
উদ্যান পালক এক হয়ে প্রয়োজন।
এ আদেশ ধর্ম্মধবজে আদেশ করিবে,
দেবতা অসাধ্য কর্ম্ম সাধিতে নারিবে।
দেবতা অসাধ্য কর্ম্ম দেখ এইবার,
সেই ছলে ধর্ম্মধবজে করিবে সংহার।
কালকের উপদেশে রাজা আনন্দিত,
ধর্ম্মধবজে পুনঃ রাজা ডাকিল ত্বরিত।
রাজা বলে ধর্ম্মধ্বজ তুমি জ্ঞানবন্ত,
তোমার কর্ম্ম দেখি চিত্ত হল শান্ত।
অপূর্ব উদ্যান তুমি তৈয়ার করিলা,
সপ্তরত্ন পুষ্করিনী খনন করি দিলা।
গজদন্ত গৃহ তুমি করিলা নির্ম্মাণ,
সেই গৃহে মনি এক করিলে প্রদান।
তব সম গুণবান পৃথিবীতে নাই,
আর এক নিবেদন বলি তব ঠাই।

চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত লোক একজন,
উদ্যান পালক মোর হল প্রয়োজন।
আনিতে নারিবে যদি উদ্যান পালক,
নিশ্চয় জানিবে তোর জীবন নাশক।
এই মতে যশঃপানি আদেশ করিল,
হেটমুণ্ড হয়ে বিপ্র ঘরে চলি গেল।
গৃহে গিয়া বোধিসত্ত্ব ভোজন করিল,
ভাবিতে চিন্তিতে সাধু শয়ন করিল।
নিদ্রা ত্যাগী শর্য্যা হতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ,
রাজার আদেশ কথা ভাবে মনে মন।
দেবশক্তি মতে যত করে দেবরাজ,
রাজার আদেশ কর্ম্ম যতেক যে কাজ।
চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত লোক এক দিতে,
দেবতা অসাধ্য ইহা মানব গড়িতে।
অতএব পরহাতে পরান না দিব,
বনেতে গিয়া আমি জীবন ত্যজিব।
সংসারের সুখ মোর হইল অসার,
দিবা থাকি রবিতেজ যেন তিমিকার।
মন দুঃখে চিন্তা মগ্ন হইল পুরোহিত,
ভাবিতে লাগিল মনে জীবনের হিত।
জীবন ধারণ হেতু যত জীবচয়,
সিংহ, বাঘ, রোগ ব্যাধি কত করে ভয়।
জীবন লাগিয়া জীব করেন আহার,
জীবন ত্যজিলে হয় অনিত্য সংসার।
দুর্ল্লভ জীবন সবে কত করি মায়া,
জীবন সমান আর নাহি কিছু মায়া।
ইচ্ছা হইলে দারা পুত্র ত্যজিবারে পারি,
আপন জীবন কভু ছাড়িতে না পারি।
মন দুঃখে ধর্ম্মধ্বজ কাতর শরীর
গোপনে হইল সাধু পুরীর বাহির।

লোকালয় ছাড়ি বিপ্র অরণ্যে পৌঁছিল,
বৃক্ষতলে আসন করি তপঃ আরম্ভিল।
ধর্ম্মে স্মরি বোধিসত্ব ধ্যান আরম্ভিল.
সুর পুরে থাকি ইন্দ্র সকল জানিল।
অতি শীঘ্রে আসি শক্র দিল দরশন,
ধর্ম্মধ্বজ প্রতি ইন্দ্র জিজ্ঞাসে তখন।
তব মুখ দেখি মোর লাগে মনে দুঃখ,
কোন দুঃখে দুঃখী তব মলিন যে মুখ।
মনেতে অশান্তি তুমি হেন মনে লয়,
গৃহ ছাড়ি বনে কেন লয়েছ আশ্রয়।
দীন ভাবে তরু মূলে একাকী বসিয়া,
কোন চিন্তায় মগ্ন আছ বল তব হিয়া।
শক্রের এতেক বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণ,
চক্ষু মেলি সদুত্তর দিলেন তখন।
সুখ শান্তিহীন আমি নাহিক সংশয়,
বাড়ী ছাড়ি বনে আমি লয়েছি আশ্রয়।
একাকী তরুমূলে দীনভাবে বসি,
স্বধর্ম্ম লক্ষণ আমি ভাবি দিবা নিশি।
ধর্ম্মধ্বজ বাক্য শুনি সহস্র লোচন,
করুনা হইয়া শক্র কহিল তখন।
স্বধর্ম্ম চিন্তা যদি থাকে তব মনে,
চিন্তা মগ্ন হয়ে কেন রয়েছ কাননে।
ইন্দ্রের করুনা বাক্য শুনিয়া তখন,
বোধিসত্ব কহে তবে আত্ম বিবরণ।
বারানসী রাজা মোরে আদেশ করিল,
সে আদেশ পালিতে আমার অসাধ্য হইল।
চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত লোক একজন,
উদ্যান পালক হেতু বলিল রাজন।
চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত কোন লোক নাই,
এমন সুশীল লোক দেখিতে না পাই।

তে-কারণে দুঃখ হ'ল আমার অন্তরে,
দেশেতে থাকিলে রাজা বধিবেন মোরে।
বনে থাকি ইচ্ছা সুখে পরান ত্যজিব,
মনুষ্যের হতে কেন প্রাণ হারাইব।
তে কারণে বনে মোর হ'ল আগমন,
স্বধর্ম্ম ভাবনা করি মুক্তির কারণ।
ইন্দ্র বলে ধর্ম্মধবজ নাহি চিন মোরে,
বিপদ হইল দেখি উদ্ধারিতে তোরে।
যতেক তোমার কর্ম্ম করিলুম সাধন,
পুষ্পোদ্যান পুষ্করিনী করিয়া গঠন।
গজ দন্ত গৃহ আমি করেছি নির্ম্মান,
সেই গৃহে মণি এক করেছি প্রদান।
তোমার যতেক কর্ম্ম আমি সব করি,
চতুর্ব্বিধ গুণ লোক দিতে যে না পারি।
উক্ত লোক দিতে জান মোর সাধ্য নাই,
রাজা লয়ে একজন দেখিবারে পাই।
রাজার মুকুট আদি করয়ে গঠন,
ছত্র পানি নামে লোক আছে একজন।
চতুর্ব্বিধ গুণ যুক্ত যেই মহাজন,
রাজার নিকটে নিয়া দাও সেই জন।
এ বলিয়া সুরপতি স্বর্গে চলি গেল,
বন হইতে বোধিসত্ত্ব দেশেতে আসিল।
ঘরে গিয়া ধর্ম্মধবজ করিল ভোজন,
বস্ত্র আদি আবরণ লইল তখন।
ধীরে ধীরে বুদ্ধাঙ্কুর রাজ ঘরে গেল,
ছত্র পানি নিকটে গিয়া দরশন দিল।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল নিকটে তাহার,
চতুর্ব্বিধ গুণ নাকি আছে যে তোমার।
ছত্র পানি বলে সাধু কে বলিল তোমারে,
ধর্ম্মধ্বজ বলে ইন্দ্র কহিল আমারে।

অনেক বিপদে ইন্দ্র উদ্ধার করিল,
চতুর্ব্বিধ গুণ লোক দিতে না পারিল।
আপনাকে দেখাইয়া দিল যে আমারে,
রাজার উদ্যান তুমি রক্ষা করিবারে।
ছত্র পানি যেই কথা স্বীকার করিল,
ধর্ম্মধ্বজ মনে বড় আনন্দ হইল।
বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ব কথা সুধা বরিষণ,
ত্রিরত্ন বন্দিয়া রচে শ্রী পমলা ধন।
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র লিখে পুনঃ ছাপিবার,
ধর্ম্মধ্বজ জাতক খানি প্রকাশি আবার।

——o——

ছত্রপানি কর্ত্তৃক চতুর্ব্বিধ গুণ ব্যাখ্যা ও কালকের প্রাণ সংহার।

বুদ্ধের অতীত জন্মে কাহিনী এখন,
ভক্তিভাবে মন দিয়া শুন সাধুগণ।
ধর্ম্মধ্বজ সহ আর শিল্পী ছত্রপানি,
উপনীত হৈল গিয়া যথা যশঃ পানি।
রাজা সম্ভাষিয়া দোহে আসনে বসিল,
মৃদুস্বরে ধর্ম্মধ্বজ কহিতে লাগিল।
চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত এই সাধুজন,
উদ্যান পালক তারে আনিছি রাজন।
প্রয়োজন হয় যদি আপনার উদ্যানে,
নিয়োজিত কর তারে ফুলের বাগানে।
বোধিসত্ত্ব বাক্য শুনি বারানসী পতি,
জিজ্ঞাসা করিল তবে ছত্রপানি প্রতি।
চতুর্ব্বিধ গুণ সত্য আছে কি তোমার,
প্রকাশিয়া কহ শুনি সাক্ষাতে আমার।

রাজার বচন শুনি কহে ছত্রপানি,
চতুর্ব্বিধ গুণ আমার আছে নরমণি।
ছত্রপানি বাক্য শুনি জিজ্ঞাসে রাজন,
চারি গুণ কি কি তব বলহে এখন।
রাজা বাক্যে ছত্রপানি কহে অতঃপর,
চারি গুণ কথা কহি শুন নরবর।
অসুয়ার বশ আমি হই না কখন,
করি নাই কভু আমি মাদক সেবন।
স্নেহ কিম্বা ক্রোধ কিছু নাই যে আমার,
না পারে করিতে কভু চিত্তের বিকার।
চতুবিবধ গুণ কথা ছত্রপানি বলে,
শুনি রাজা আনন্দিত হ'ল কৌতুহলে।
পুনঃবার জিজ্ঞাসিল রাজা যশঃ পানি,
কি দেখি অসুয়া শূণ্য তুমি ছত্রপানি।
রাজা বাক্যে ছত্র পানি কহে অতঃপর,
আমার পূর্ব্বের কথা শুন মহিবর।
পূর্ব্ব জন্মে আমি ছিলাম নৃপতি কামিনী কুহকে পড়ি,
নিজ পুরোহিতে চাহিনু দণ্ডিতে নিগড়ে নিবদ্ধ করি।
কিন্তু সেই সাধুতত্ব জ্ঞান দিয়া ফিরাইল মোর মন।
তদবধি আমি অসুয়া ত্যজিতে শিখিলাম হে রাজন।
এই মতে পূর্ব্ব জন্মে যত ইতিহাস,
এক গুণ ছত্রপানি করিল প্রকাশ।
শুনিয়া যশঃ পানি আনন্দ হইল,
পুনঃবার আর গুণ জিজ্ঞাসা করিল।
কি দেখিয়া মদ্য পান ত্যাগ যে করিলে,
প্রকাশিয়া বল মোরে সরল অন্তরে।
ছত্রপানি বলে রাজা শুন দিয়া মন,
কহিব পূবের্বর কথা আদি বিবরণ।
পূবের্ব জন্মে বারানসী ছিলাম ভূপতি,
বাহু বলে শাসিলাম সসাগরা ক্ষিতি।

মৃগ মাংস বিনে আমি না করি ভোজন,
সুরাপানে সর্ব্বদায়ে থাকে মোর মন।
সুরার নেশার লাগি কার্য্য হয়ে নাশ,
সর্ব্ব কর্ম্ম বিঘ্ন হয়ে আত্মার বিনাশ।
সুরাপানে মত্ত হয়ে ছিলাম যখন,
মত্ত হয়ে পুত্র মাংস করিনু ভক্ষণ।
চৈতন্য হইয়া জ্ঞান ফিরিল যখন,
সেই শোকে করিয়াছি সুরারে বর্জ্জন।
এই মতে ছত্রপানি আপন কীর্ত্তন,
দ্বিতীয় গুণের কথা বলিল তখন।
শুনিয়া যশঃ পানি আনন্দিত হইল,
পুনঃবার গুণ কথা জিজ্ঞাসা করিল।
তোমার গুণের কথা অপূর্ব্ব কথন,
শুনিয়া তোমার মুখে রঙ্গ লাগে মন।
স্নেহ বর্জ্জন করিয়াছি কিসের লাগিয়া,
তাহার মাহাত্ম্য মোরে কহ প্রকাশিয়া।
আপনার গুণ যত কহে ছত্রপানি,
স্নেহ বর্জ্জনের কথা শুন নরমণি।
ছিনু পূর্ব্বে রাজা আমি কৃত বাসা নাম,
অখণ্ড প্রতাপে আমি রাজ্য পালিতাম।
প্রত্যেক বুদ্ধের পাত্র করিয়া ভঞ্জন,
পুত্র মোর চলি গেল শমন দমন।
তদবধি মহারাজ স্নেহ ত্যাগ করি,
জন্ম জন্মান্তরে আমি সর্ব্বত্র বিচারি।
পূর্ব্ব জন্মের কথা কহিনু রাজন,
তৃতীয় গুণের কথা হইল সমাপন।
শুনিয়া যশঃ পানি আনন্দ অপার,
সাধু সাধু ছত্রপানি সংসার মাঝার।
তোমা হেন সাধু থাকি আমার আলয়ে,
না জানিনু তব গুণ অজ্ঞান হইয়ে।

কহ কহ সাধুবর অপূর্ব্ব কথন,
ক্রোধহীন হৈলা তুমি কিসের কারণ।
সেই সব কথা কহ আমার সদনে,
শুনিবারে আশা মোর হইল যে মনে।
রাজার করুণা শুনি কহে ছত্রপানি,
চতুর্থ গুণের কথা শুন যশঃ পানি।
পূর্ব্বে এক জন্মে আমি ছিলাম আরেক নাম,
সপ্তবর্ষ মৈত্রী চিন্তা করি অবিরাম।
সেই ফলে সপ্তকল্প ব্রহ্মলোকে বাস করি,
ক্রোধ আমি ত্যজিয়াছি মৈত্রী মহিমা স্মরি।
সেই হতে ক্রোধ আমি করেছি বর্জ্জন,
মৈত্রী ভাবনায় আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ।
আদি অন্ত ছত্রপানি করিল বর্ণন,
চতুর্ব্বিধ গুণ কথা যত বিবরণ।
শুনিয়া হরিষ হ'ল বারানসী পতি,
ইঙ্গিতে করিল আজ্ঞা অনুচর প্রতি।
তখনি অমাত্য যত গৃহপতিগণ,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর যত প্রজাগণ।
সকলে উঠিয়া তবে কহিল তখন,
ওরে দুষ্ট দুরাচার কালক দুর্জ্জন।
উৎকোচ লোভী হয়ে নর কুলাঙ্গার,
ঘুষ খেয়ে কর তুমি অতি অবিচার।
উৎকোচ বন্ধ তোর হইল যখন,
সাধু ধর্ম্মধ্বজ প্রতি ক্রোধ তোর মন।
যতেক কুমন্ত্রণা দেখি হইল তোমার,
পণ্ডিত সাধুরে চাহ করিতে সংহার।
সবে মিলি কালকেরে ঘেরিয়া ধরিল,
হাতে ধরি ময়দানে নামিয়া আনিল।
সকলের মুখে সদায় বলে মার মার,
পাষাণ মুদগর লয়ে করেন প্রহার।

যেই যাহা পাইল হাতে মারিতে লাগিল,
পিপিলীকাগণে যেন আহার পাইল।
সেই মতে সর্ব্ব লোকে করিয়া তারণ,
ভাঙ্গিলেন কালকের মস্তক তখন।
প্রহারেতে কালকের হইল মরণ,
পায়ে ধরি সর্ব্বজনে নিল ততক্ষণ।
টানিতে টানিতে লোকে কত দূরে নিল,
আবর্জ্জনা স্তুপ মাঝে তবে ফেলি দিল।
সকলে আনন্দ হইল কালক মরণে,
তিলমাত্র দুঃখ নয়ে তাহার কারণে।
সবে বলে এইবার শত্রু হ'ল নাশ,
রাহু ছাড়ি চন্দ্র যেন হইল প্রকাশ।
ধর্ম্মধবজে সম্বোধিয়া কহে মহিপাল,
কালক লাগিয়া আমি দিয়াছি জঞ্জাল।
না জানিয়া দুঃখ দিলাম আমি মূঢ় মতি,
অপরাধ ক্ষমা কর ওহে মহামতি।
রাজা হয়ে তব সম নাহি মোর জ্ঞান,
অজ্ঞানীর অপরাধ ক্ষম মতিমান।
অনেক করুনা যদি করিল রাজন,
শুনিয়া ধর্ম্মধবজ আনন্দিত মন।
বোধিসত্ত্ব বলে রাজা না কর ভাবনা,
অধীনের প্রতি কেন এতই করুনা।
আপনার উপরে মোর নাহি মন তাপ,
ধর্ম্ম বিনা কোন দিন নাহি কর পাপ।
লাভপদ রোধ দেখি কালক দুর্জ্জন,
আমারে বধিতে তার হইল মনন।
রাজ্য আমি কেরে নিব দেখাইয়া ভয়,
আপনারে নানা মতে করে দুরাচয়।
দুষ্টের মনেতে নাই দয়ার সঞ্চার,
তে-কারণে করিতে চাহে অনিষ্ট আমার।

দয়া-ধর্ম্ম পাপ-পূণ্য অন্তরেতে নাই,
পর অপকারে মন থাকেন সদায়।
ধর্ম্মধবজ বাক্য শুনি রাজা যশঃপানি,
আনন্দ হইল মনে শুনিয়া কাহিনী।
যশঃ পানি রাজা প্রতি কহে ছত্রপানি,
মম নিবেদন কিছু শুন নর মণি।
ধর্মের সারতত্ত্ব করহ শ্রবণ,
শ্রবণ করিয়া কর হৃদয়ে ধারণ।
শত্রু-মিত্র এ'জগতে কেহ কারো নয়,
এ'দুয়ের পরিচয় ব্যবহারে হয়।
যদ্যপি দুর্জ্জনে করে প্রিয় সম্ভাষণ,
সে কথাতে না করিবে বিশ্বাস স্থাপন।
জিহ্বার অগ্রেতে তার সদা মধু রয়,
হলা হলে পূর্ণ কিন্তু তাহার হৃদয়।
আপনার সেনাপতি দুষ্ট-দুরাচার,
উৎকোচ লোভে প্রজাগণ করে অত্যাচার।
দুর্জ্জন কালক কথা বিশ্বাস করিলা,
সাধু ধর্ম্মধবজে তুমি মারিতে চাহিলা।
কিন্তু তার ধর্ম্মগুণ আছয়ে বলিয়া,
অসাধ্য সাধন কর্ম্ম দিল যে করিয়া।
সাধুর আদর জান করে দেবগণ,
তে কারণে ধর্ম্মধবজ না হ'ল মরণ।
ধর্ম্মের অপূর্ব্ব গুণ শুন সাধুগণ,
ধর্ম্মধবজ জাতক রচে শ্রী পমলা ধন।
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র লিখে করি সংশোধন,
ধার্ম্মিক বিপদে রক্ষে যত দেবগণ।

রাজা যশঃপানি ধর্ম্মধ্বজ হিত উপদেশ প্রদান

শির্ষ্যগণে সম্বোধিয়া কহে ভগবান,
কহিব পূর্ব্বের কথা যত উপাখ্যান।
শুন যত ভক্তগণ হয়ে একমন,
বোধিসত্ত্ব চরিত্র কথা অপূর্ব্ব বর্ণন।
প্রজাগণ সবে মিলি আনন্দিত মন,
নৃপতি সভাতে গিয়া দিল দরশন।
ধর্ম্মধ্বজ চরণে সবে প্রনাম করিল,
সাধু সাধু ধর্ম্মধ্বজ বলিতে লাগিল।
পাত্র মিত্র সভাসদ আছে যতজন,
একে একে ধর্ম্মধ্বজে করিল বন্দন।
যশঃ পানি মহারাজা হরচিত মনে,
ধর্ম্মধ্বজে বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
আর এক সিংহাসন আনিয়া রাজন,
ছত্রপানি বসিবারে দিলেক আসন।
যোড় পানি হয়ে কহে বারানসী পতি,
তোমা দুই জন হও সাধু শীল মতি।
দয়াশীল ধর্ম্ম বন্ত বড় জ্ঞানবান,
আর কোন লোক নাই তোমাদের সমান।
রাজ্য রক্ষা প্রজা রক্ষা তোমার কৃপায়,
অজ্ঞানীরে জ্ঞান দান করিলে আমায়।
এ বলিয়া মহারাজা করযোড় হৈয়া,
অপরাধ ক্ষমা চাহে চরণে ধরিয়া।
না জানিয়া দুঃখ গুরু দিলাম তোমারে,
নিজ গুণে সেই দোষ ক্ষমিবা আমারে।
তুমি গুরু ভবার্ণবে ভব কর্ণধার,
গুরু বিনা ভবার্ণবে নাহিক উদ্ধার।
কালক লাগিয়া মোর হইল অখ্যাতি,
রাজা হয়ে জ্ঞানহীন আমি মূঢ়মতি।

বল বল গুরু মোরে মুক্তির উপায়,
জন্ম জন্মান্তরে যেন নর কেনা যায়।
শুনিতে বাসনা মোর জন্মিল এখন,
হিত উপদেশ গুরু করুন বর্ষন।
রাজার বিনয় কথা শুনি বোধিসত্ত্ব,
কহিতে লাগিল তবে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য।
চন্দ্রমুখে মধুস্বরে কহিল তখন,
কহিব ধর্ম্মের নীতি শুনহে রাজন।
যতদিন পাপের না পরিণতি হয়,
পূণ্যজ্ঞানে পাপ করে পাপী অতিশয়।
কিন্তু পাপ পরিণাম দিলে দরশন,
বুঝে তারা কত পাপে ছিল নিগমন।
পূণ্যাত্মার মনে এই শঙ্কা অবিরত,
পূণ্যজ্ঞানে পাপ বুঝি করিতেছি কত।
কিন্তু যবে পূণ্যফল দেখা দেয় আসি,
দিব্য সুখ পায় তবে আনন্দেতে ভাসি।
পাপ ধর্ম্ম ভাল মন্দ আছে সর্ব্বদাই,
পাপ কর্ম্মে মন্দ জান নরকেতে যাই।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ভাল জান স্বর্গে করে গতি,
সাধুলোক কোনদিন না পাই দুর্গতি।
সাধু শব্দে ধর্ম্মশীল নর যতজন,
শীলের মাহাত্ম্য কিছু শুনহে রাজন।
পঞ্চশীল পঞ্চসত্য যে করে পালন,
মৃত্যুকালে সেজন স্বর্গেতে গমন।
দেবকুলে জন্ম হয়ে করে নানা সুখ,
দেবকন্যা সহ তথা করিবে কৌতুক।
ধর্ম্মফলে জন্ম হবে সেই নরকুলে,
কুলবন্ত ঘরে জন্ম হবে ভূমণ্ডলে।
কুলে শীলে রূপে গুণে হবে মহাতেজা,
দেবতা মনুষ্যগণে করিবেক পূজা।

চক্রবর্ত্তী মহারাজা হইবে সংসার,
সসাগরা বসুন্ধরা শাসিবে অপার।
চক্রবর্ত্তী রাজা হলে সপ্তরত্ন পায়,
চক্রবর্ত্তী রাজা সম নরকুলে নাই।
চক্ররত্ন পায় রাজা মনিরত্ন আর,
হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, পাইবে তাঁহার।
স্ত্রীরত্ন, গৃহীরত্ন, পণ্ডিতরত্ন আর,
এই সপ্তরত্ন পায় চক্রবর্ত্তী রাজার।
মহাসুখী, মহাভোগী সংসার মাঝার,
ভূমণ্ডলে পায় আনন্দ অপার।
চক্রবর্ত্তী রাজা হয়ে পালিবে ভুবন,
সসাগরা এই পৃথিবী করিবে শাসন।
হয় হস্তী গো-মহিষ সপ্তরত্ন আদি,
শাসিবে সকল রাজ্য সাগর অবধি।
শতেক অমাত্য হবে সৈন্য অগনিত,
রথ রথী পদাতিক হবে অপ্রমিত।
সুন্দর আলয় পাবে সুবর্ণ প্রাচীর,
পরশ পাথর মনি মুকুতা মন্দির।
সহস্র রমনী পাবে রূপে বিদ্যাধরী,
সহস্রেক পুত্র হবে সহস্র কুমারী।
তার দ্বারে দিবা নিশি বাজিবে বাজনা,
গন্ধর্ব্বেরা গাহিবে—নাচিবে দিব্যাঙ্গনা।
এইমতে কতকাল মর্ত্ত্যে ভোগ করি,
আয়ু শেষে চলি যাবে পুনঃ স্বর্গপুরী।
ভাল কর্ম্মে ভাল গতি পাপ কর্ম্মে শূন্য,
শীলেতে দুর্গতি খণ্ডে পাপেতে তারুণ্য।
এত শুনি যশঃপানি যোড় করি হাত,
পুনঃবার জিজ্ঞাসিল সাধুর সাক্ষাত।
শীলের পূণ্য কথা করিয়া শ্রবন,
বড়ই আনন্দ লাভ হ'ল মম মন।

শীলের মাহাত্ম্য কথা কেমন প্রকার,
প্রকাশিয়া বল মোরে শীলের আচার।
তবে ধর্ম্মধ্বজ কহে সেই সব কথা,
শুনিতে বাসনা বর শীলামৃত গাথা।
প্রিয় রাজা বাক্যে সাধু সরল অন্তরে,
শশী মুখে হাসি হাসি বলে মৃদু স্বরে।
প্রথমে পানাতিপাত বলিবে রমণী,
আদিন্না দানা বেরমণি দ্বিতীয় বাহানি।
কামেচ্ছু মিচ্ছা চারা বলি তৃতীয়েতে,
মুচাবাদা বেরমণি আর চতুর্থেতে।
সুরা মেরেয়্য মজ্জা পাম দাট্‌ঠানা বেরমণি,
পঞ্চমেতে পঞ্চশীল বলিয়া বাহানী।
পৃথিবীতে যত প্রাণী হয়েছে সৃজন,
নিজ হাতে প্রাণী বধ করে যেই জন।
পানাতিপাতা দোষ বলয়ে তাহারে,
এসব পাতাকী যদি জন্মায় সংসারে।
অহি-মীন মৃগ আর মহিষ-শৃগাল,
পঞ্চশত বার জন্ম হবে কাল কাল।
মনুষ্য জনম যদি লভে সেই জনে,
অল্প আয়ু হবে তার প্রাণীর হননে।
পর দ্রব্য চুরি যদি করে যেই জন,
আদিন্না দানা দোষ বলে সাধুগণ।
সে পাতকী নীচ কুলে হয় ধনহীন,
পঞ্চশত জন্ম ভ্রমে দুঃখে চিরদিন।
পতি সহধর্ম্মিনী যত আছে নারীগণ,
পতি হারা বন্ধু'র আশ্রিত যেই জন।
দেবালয় যেই করে সম্মার্জ্জন,
দেব দ্বীজে ব্রহ্মচারী ভক্তি অনুক্ষণ।
উপপতি আশা কভু না করে কখন,
বলৎকার করি যেবা করয়ে রমণ।

কেহ যদি শীলরক্ষী হয় ব্রহ্মচারী,
পতির উদ্দেশ্য যদি রহে যেই নারী।
অন্য পুরুষের মুখ না হেরে কখন,
পতি ভাবি শুদ্ধাচারী থাকে অনুক্ষণ।
সাধু মা বলিয়া তারে বলে সর্ব্বজন,
কামাতুরে সে অঙ্গনা যে করে লঙ্ঘন।
মাতা-ভগ্নী পিসী-মাসী ভ্রাতৃ বধু খুড়ী,
পতী ভাবে শুদ্ধমতে থাকে সব নারী।
পঞ্চশীল আচরণ করে যেই জন,
এমন অঙ্গনা যেবা যে করে লঙ্ঘন।
দেবালয় মন্দিরেতে চিং এর সম্মুখ,
ধর্ম্মগৃহে নারী সঙ্গে যে করে কৌতুক।
যেই স্থানে ধর্ম্ম কথা হয় আলাপন,
বিদ্যালয় মধ্যে যেবা করয়ে রমণ।
মাতাপিতা গুরুজন সাধুর সম্মুখে,
অথবা সকলের জানা কোন লোকে।
কামাতুর হয়ে যদি অন্য নারী সনে,
আলিঙ্গন করে মত্ত হয়ে কাম বাণে।
কামেচ্ছু মিচ্ছা চারা বলেরে ইহারে,
ইহার সমান পাপ নাহিক সংসারে।
কামেচ্ছুর পাপ যার শরীরে আশ্রয়,
নর নারী অবীচিতে পতিত নিশ্চয়।
নরক ভুগিয়া পুনঃ নপংসুক হয়ে,
জন্মিবে সংসারে এসে নরক ভুগিয়ে।
স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ চিহ্ন নাহি তার,
এইরূপে জন্ম নিবে পঞ্চশতবার।
রতি রঙ্গ চিরদিন হইয়া বঞ্চিত,
মন দুঃখে সংসারেতে ভ্রমে অবিরত।
মিথ্যা সাক্ষী—মিথ্যা বাক্য গল্প অতিশয়,
সম্প্রলাভ—বৃথাবাক্য নিত্য যেবা কয়।

মুচা বাদা পাপ তার হইবে নিশ্চয়,
পর জন্মে মুখেতে দুর্গন্ধ তার হয়।
তাহার সঙ্গেতে কথা কহে যেইজন,
মুখের দুর্গন্ধ অতি বহে অনুক্ষণ।
এমত পাপিষ্ঠ জন্মে পঞ্চশতবার,
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয় এ সংসার।
সুরা আদি নেশা পান করে যে সকল,
জন্মে জন্মে যেইজন হইবে পাগল।
রাক্ষস কুকুর হয়ে জন্মিবে সংসারে,
হিতাহিত জ্ঞান কিছু না থাকে অন্তরে।
এইরূপে জন্ম হবে পঞ্চশতবার,
পাগল হইয়া মৃত্যু হবে বার বার।
এই পঞ্চ পাপী যারা দুঃখ এ সংসারে,
এই পঞ্চ পাপ যদি ভয় নাহি করে।
পঞ্চশীল যেইজন না করে আচার,
কোন দিন স্বর্গ লাভ না হবে তাহার।
এই মতে ধর্ম্মধ্বজ—ধর্ম্মের কথন,
শীল গুণ কথা তবে করিল বর্ণন।
শুনিয়া আনন্দ হ'ল বারানসী পতি,
ধর্ম্মধ্বজ চরণে রাজা করিল প্রণতি।
আপনার গুণ—গুরু কি দিব উপমা,
দেব, ব্রহ্মগণ যত দিতে নারে সীমা।
ধন জন রাজ্য খণ্ড সব অকারণ,
গুরুর চরণ বিনে অন্য নাহি ধন।
গুরু হিত উপদেশে জন্মিল যে জ্ঞান,
মম রাজ্য আপনারে করিলাম দান।
রাজার স্বভক্তি দেখি কহে ধর্ম্মধ্বজ,
আপনার ভক্তি দেখি হইলাম হর্ষ।
ধনজন রাজ্য খণ্ড নাহি প্রয়োজন,
সাংসারিক কার্য্যে আর নাহি লাগে মন।

গৃহ কর্ম্ম রাজ কর্ম্ম আর না করিব,
লোকের সঙ্গেতে শত্রু আর না হইব।
সভা মধ্যে ধর্ম্মধ্বজ—রাজাকে বলিল,
ধর্ম্ম পথে চল তুমি উপদেশ দিল।
ধন জন স্ত্রী পুত্র যত পরিবার,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার।
প্রবজিত ধর্ম্ম তিনি করিয়া গ্রহণ,
মরনান্তে চলি গেল ব্রহ্মার ভুবন।
রাজ ধর্ম্ম মতে রাজা—রাজ্য ভোগ করি,
মরনান্তে চলি গেল তাবতিংস পুরী।

শীল গুণে স্বর্গে যায়, শীলে লভে সুখ,
পাপ কর্ম্মে দুঃখ পায়—পাপে বড় দুঃখ।

তথাগত বলে শুন যত শিষ্যগণ,
পূর্ব্ব জন্ম কথা আমি করিনু বর্ণন।

কালক নামে সেনাপতি ছিল যেইজন,
ইহ জন্মে দেবদত্ত শুন শিষ্যগণ।

সারি পুত্র ছিল জান শিল্প ছত্রপানি,
আনন্দ ছিল সেই রাজা যশঃপানি।

আমি ছিলাম "ধর্ম্মধ্বজ" রাজ পুরোহিত,
পরম ধার্ম্মিক আমি রাজার পণ্ডিত।

এই মতে ভগবান করিল বর্ণন,
শুনিয়া শিষ্যগণ আনন্দিত হন।

শুন যত সাধুগণ এক মন হৈয়া,
ধর্ম্মধ্বজ জাতক কথা দিলাম রচিয়া।

বুদ্ধ-ধর্ম্ম সঙ্ঘ পদ্মে করিনু বন্দন,
পয়ারে রচিয়া কহে শ্রীপমলাধন।

দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধন করি,
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র লিখে গুরু নাম স্মরি।

স্বর্গীয় কবিরাজ পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যার সংক্ষিপ্ত জীবনী

ক্ষণ জন্মা ধর্ম্মপ্রাণ ছিল পমলাধন,
রাইংখ্যং আশাছড়ি—মুখে তিনি জন্ম হন।
তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে তার নাম অগ্রেস্মরি,
পিতা নাম কিনা চান, মাতা-জননপুরী।
বারোশ তিপ্পান্ন মগী তার জন্ম সন,
চুয়াল্লিশ বৎসরে তিনি কাল প্রাপ্ত হন।
বাল্যকালে লিখাপড়া শিখিল কেমনে,
সে সব বৃত্তান্ত আমি লিখিব যতনে।
সে সময়ে প্রাথমিক কোন বিদ্যালয়,
ছিল না তখন রাইংখ্যং উপত্যকায়।
তিনকোনিয়া ফরেষ্ট অফিসে তখন,
রেইঞ্জ অফিসার হিন্দু ছিল একজন।
অতি সুশিক্ষিতা ছিল রেইঞ্জার ঘরণী,
পমলাধনে বাল্যশিক্ষা পড়াইল তিনি।
কিনাচান কাছে তবে রেইঞ্জার রমনী,
লিখাপড়া শিখাইতে চাহিলেন তিনি।
পুত্র বৎ যত্ন করি—করিয়া পালন,
পমলাধনে লিখা পড়া শিখাল তখন।
চার পাঁচ বৎসরাধিক রেইঞ্জার পত্নী তারে,
বাংলা লিখা শিখাইল অতি যত্ন করে।

এই মাত্র বিদ্যা-শিক্ষা করি পমলাধন,
যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশে তখন।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা তিনি পড়িয়া এবার,
কবিরাজী ব্যবসায়ে আরম্ভিল আর।

দেশ সেবা কাজ করে কবিরাজী করি,
পণ্ডিত হইল তিনি নানা শাস্ত্র পড়ি।

গৌতম বুদ্ধের জাতক পড়িয়া তখন,
ধর্ম্ম ধ্বজ—জাতকখানি করিল রচন।

পরম ধার্ম্মিক ছিল বড় শ্রদ্ধাবান,
নিজ গ্রামে বৌদ্ধ বিহার করিল নির্ম্মাণ।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে ধর্ম্ম করিল প্রচার,
বগলতলী মুখে তিনি নির্ম্মিল বিহার।

সদ্ধর্ম্মের আলো শিখা উজ্জল করিল,
ভগবান বুদ্ধের বাণী দেশে প্রচারিল।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কবি ছিল পমলাধন,
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র লিখে জীবনী এখন।

——০——

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' পুস্তকে লিখেছেন রাঙ্গামাটী সরকারী কলেজের অধ্যাপক বাবু নন্দলাল শর্ম্মা

মূলতঃ কবি হলেও শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (জন্ম সন ১৯২০ ইং) দু'খানা নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকদ্বয় প্রকাশিত হয়নি, ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিজয়গিরি চার অঙ্কের নাটক। চম্পক নগরের রাজা উদয়গিরি পুত্র বিজয় গিরিকে রাজ্যভার অর্পণ করে শ্রীবুদ্ধ মন্দিরে গমন করিতে চান কিন্তু বিজয় গিরি বের হতে চান দিগ্বিজয়ে। এ সময়ে উদয়পুরের রাজা জংলী কুকীরাজা কালঞ্জয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হন। বিপুল বিক্রমে বিজয় গিরি মিত্র রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। রোয়াং দেশের রাজা মঙ্গল উদয়পুর লুণ্ঠন করতে আসলে সেনাপতি তাহা প্রতিহত করেন। বিজয় অভিযানে বের হয়ে বিজয় গিরি রোয়াং রাজ্য জয় করেন। এই হল নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। বিবেক চরিত্র ও সংগীতের সংযোজন নাটকটিকে যাত্রা অভিনয়ে মর্য্যাদা দান করেছে। ভগবান গৌতম বুদ্ধের অতীত জাতক কাহিনী অবলম্বনে কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা "মানুষ দেবতা" নামে তিন অঙ্কের একখানা নাটক রচনা করেন। রাজস্থলী বৌদ্ধ বিহারে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। মঘবা নামে বোধি-সত্ত্ব মানুষকে পঞ্চশীল পালনে ও জনহিতকর কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন। ... ... জাতকের এ কাহিনীকে যাত্রা গানের মত নাট্যকার উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক নাট্যকলা শ্রীতঞ্চঙ্গ্যার নাটকে অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মীয় চেতনাই তাঁকে নাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় কার্ত্তিক চন্দ্র

তঞ্চঙ্গ্যার "উদয় বত্থু" পয়ার ছন্দে লিখিত। বার্মায় ষষ্ঠ সংগায়নের কার্য্য কারক বার্মা ইউনিয়ন বুদ্ধ শাসন কর্তৃক প্রচারিত The light of the Dhamma নামক প্রচার পত্রের The story of Udena Vathu অনুকরণে কাব্যটি রচিত। কর্ম্ম ফলের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কবি এ কাব্যের শেষাংশে বলেছেন দানশীল ভাবনাতে মন কর স্থির। কুশল কর্ম্মেতে লিপ্ত থাক সদা ধীর। তাছাড়া অনাগত বংশ নামে তিনি একখানা কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বর্মী ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন বাবু জিনি অং মাষ্টার। সেখান থেকে কার্ত্তিক বাবু সরল পয়ার ছন্দে বইটি রচনা করেন। এ কাব্যে আর্য্য মিত্র প্রমুখ অনাগত বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হয়েছে। ......কবি কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রচিত "বৌদ্ধ গল্প মালা" প্রকাশের পথে। লেখকের অন্যান্য বই অনাগত বংশ, মানুষ দেবতা নাটক, বিজয়গিরি নাটক, উদয়ন বস্তু।

— o —

বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক বিনয় সূত্র অভিধর্ম্ম বিশারদ পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাস্থবির কবিরত্ন মহোদয় লিখেছেন

শ্রদ্ধাবান উপাসক শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা আপনার প্রেরিত "উদয়ন বস্তু" বই পেয়েছি। বইটা আগাগোড়া পাঠ করে দেখলাম তাহাতে আপনার কবিত্ব বেশ ফুটে উঠেছে। বইটা সরল বাংলা পয়ার ছন্দে রচিত হওয়াতে সামান্য লিখা পড়া জানা উপাসক উপাসিকা-গণের সুপাঠ্য হবে। আপনার উদয়ন বস্তু পাঠ করে আমি রাঙ্গুনীয়া উত্তর পদুয়া বৌদ্ধ সমিতির পক্ষ হতে আপনাকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করলাম। আপনি আমার প্রদত্ত উপাধি কবিরত্ন নিশ্চয় লিখবেন। আশা করি আপনার নিকট ঐ ধরণের আরো পুস্তক পাবো। ভগবানের সমীপে আপনার মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

সন ১৩৬৮ বাংলা

ইতি—

শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাস্থবির

"মহাবোধি পালঙ্ক কথা" পুস্তক সম্বন্ধে বলেন শ্রীমৎ নন্দবংশ ভিক্ষু

"মহাবোধি পালঙ্ক কথা" বই খানা আমি পাঠ করে বিশেষ আনন্দিত হলাম। গ্রন্থকার বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কোন সন্দেহ নাই। উপাসক কাত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা আজ বহু বৎসর ধরে ধর্ম্ম পুস্তক রচনা করে আসতেছেন। তাহার রচিত ১৩৬৮ বাংলা সনের "উদয়ন বস্তু" বাংলা বৌদ্ধ সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। পূর্ব্বে বগলতলী বৌদ্ধ বিহারে বর্তমানে রাজস্থলী মৈত্রী বিহারে প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমা সময়ে উপোসথ পালন করেন এবং উপাসক ও উপাসিকাগণকে ভগবান বুদ্ধের অমৃত বাণী দেশনা করেন। তাই আমি তাহাকে 'পণ্ডিত' বলে উপাধি প্রদান করলাম। গ্রন্থকারের নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা
সন ১৩৯০ বাংলা

ইতি—
শ্রীমৎ নন্দবংশ ভিক্ষু
রাজস্থলিবিহার